উপদেষ্টা
ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী
ডঃ মুহাম্মদ ইব্রাহীম
ডঃ সৈয়দ মাহবুবুর রহমান
ডঃ হুমায়ুন আহমেদ
ডঃ ভূঁইয়া ইকবাল

সম্পাদনা উপদেষ্টা
মোঃ আবদুল কাদের

সম্পাদক
এস, এ, বি, এম, বদরুদ্দোজা

নির্বাহী সম্পাদক
আজম মাহমুদ

প্রধান নির্বাহী
ভূঁইয়া ইনাম লেনিন

সহকারী সম্পাদক
মইনউদ্দীন স্বপন
মুঃ তারেকুল মোমেন চৌধুরী
মনিরুল ইসলাম শরীফ

সম্পাদনা সহযোগী
• শেখ এ. সাহিদ • শা. সা. • এহসানুল ইসলাম
• বাদল হক • আবদুল হক • আসিফ মাহমুদ
• এইচ এস ফিরোজ • নবিন • ফারুক আহমেদ
• সমর মিত্র • মাসুদুর রহমান • জহির হোসেন
• লীনা ইনাম • রেহানা আখতার • বীথি

বিদেশ প্রতিনিধি
ডঃ মুহাম্মদ জাফর ইকবাল - আমেরিকা
তানভীর আহমেদ লেলিন - আমেরিকা
ডঃ এস, মাহমুদ - বৃটেন
নির্মল চন্দ্র চৌধুরী - অস্ট্রেলিয়া
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান - পাকিস্তান
হারুনুর রশিদ - জাপান
আবুল কাশেম মিয়া - জাপান
এস, বানার্জী - ভারত
রেজোয়ান স্পুটনিক - ভারত
আঃ ফঃ মোঃ শামসুদ্দোহা - সিংগাপুর
এন, এম, জামাল - সুইডেন
ইমরুল কায়েস - ফ্রান্স
মোঃ হাফিজুর রহমান - হল্যান্ড
নাছির উদ্দিন পারভেজ - মধ্যপ্রাচ্য

শিল্প নির্দেশনা : আহসান হাবীব

প্রচ্ছদ : সিস্টেম

ক্যামেরা : ইয়াসীন বাবুল

কমপিউটার কম্পোজ :
কমপিউটারলাইন
১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা - ১২০৫।
ফোন : ৫০৬৪৮৫ ফ্যাক্স : ৮৮০-২ -৮৬৬৭৪৬

মুদ্রণ : ক্যাপিটাল প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজেস লিঃ
৫০ - ৫১ বোনাম বাজার, ঢাকা।

উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থাপক :
মোস্তফা আনোয়ার স্বপন

প্রকাশক : নাজমা কাদের
১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা - ১২০৫।
ফোন : ৫০৬৪৮৫, ৮৬৬৭৪৬
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৬৬৭৪৬

দাম প্রতি কপি পনের টাকা

গ্রাহক হবার জন্য বার্ষিক (রেজিষ্ট্রি ডাকে) দুইশত টাকা, ষান্মাসিক (রেজিষ্ট্রি ডাকে) একশত দশ টাকা মানি অর্ডার, চেক, ব্যাংক ড্রাফট-এ "কমপিউটার জগৎ" নামে ১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা - ১২০৫ এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

সম্পাদকের দফতর থেকে

মাসিক
কমপিউটার জগৎ
মে ১৯৯৩

জনগণের কমপিউটার পরিষদ চাই

কমপিউটার জগৎ এমাসে প্রকাশনার তৃতীয়বর্ষে উপনীত হয়েছে। কমপিউটার আন্দোলনের তিন বছরের সহযাত্রী হিসেবে কমপিউটার জগৎ আজ বেদনার সাথে লক্ষ্য করছে, অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান শিল্পবণিক সমিতির নানা স্তরের সাথে বারংবার প্রাকবাজেট আলোচনায় মিলিত হলেও বিপুল কর্মসংস্থান ও রপ্তানী আয়ের সম্ভাবনা নিয়ে বিকাশের জন্য উন্মুখ কমপিউটার খাতের সাথে মতবিনিময়ের কোন গরজ অনুভব করেননি, কিংবা বছরে এক কোটি টাকা ব্যয় করে দিনযাপনকারী কমপিউটার কাউন্সিলও এব্যাপারে কোন উদ্যোগ নেয়নি। অথচ গার্মেন্টিসের মত একটা ব্যাপকতর শিল্প স্থাপনের সংকল্প নিয়ে কমপিউটারের জনপ্রতিষ্ঠানগুলো ইতিমধ্যে এক সম্মিলিত সফটওয়্যার কোম্পানী গঠন পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে— সরকারের যাবতীয় উপেক্ষার মধ্যে। এতে আমরা বিস্মিত হই না। নিতান্ত কর সংগ্রাহকের ভূমিকায় অবতীর্ণ বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ও শিল্পায়নশূন্য বর্তমান প্রশাসন ইতিমধ্যে কমপিউটার শিল্পের অগ্রযাত্রাকে বহুবছর পিছিয়ে দিয়েছে ক্ষমার অযোগ্য ব্যর্থতার কারণে। এ সরকারের আমলেই ডাটা এন্ট্রি শিল্পের সুযোগ বাংলাদেশের উপর দিয়ে ভারতে চলে গেছে। বিশ্বব্যাঙ্ক এ শিল্প বিকাশে সহায়তার প্রস্তাব দিয়েছিল, ফ্রান্স সুপারিশ রেখেছিল, বিদেশে প্রবাসী এদেশের কমপিউটার বিজ্ঞানীরা এ শিল্প স্থাপনের জন্য আশ্বাস নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। কাউন্সিল, মন্ত্রণালয় ও সরকারের কারণে সব সুযোগ বিনষ্ট হয়ে গেছে।

লাখ লাখ শিক্ষিত বেকারের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রকে রুদ্ধ রেখে তরুণ সমাজকে নিয়ে লাঠিয়ালবৃত্তি হয়ে উঠেছে ক্ষমতার ক্রীড়ায় মত্ত এদেশের সরকার ও বিরোধীদলের সংস্কৃতি। জীবনবিরোধী এই রাজনৈতিক প্রশাসনিক অনাচারের মধ্যে লুপ্ত হচ্ছে এদেশের ভবিষ্যত অগ্রযাত্রার সুযোগ। এই অনাচার বলিষ্ঠভাবে প্রত্যাখ্যান করে এদেশের কমপিউটারের অগ্রপথিক ও সৃষ্টিশীল মানুষদের আমরা নূতন লক্ষ্যে ভিন্নভাবে কর্তব্যকর্ম শুরু করার আহ্বান জানাই। আজ শানিত সংকল্পে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই সরকার, মন্ত্রীসভা, দায়িত্বন্যস্ত এমপি ও কাউন্সিলের কর্মসংস্থান ও প্রযুক্তি বিরোধী সকল কর্মকাণ্ড জনগণের সামনে তুলে ধরতে হবে।

গত তিনবছর ধরে আমরা দেখছি, সরকার ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড রাজস্ব আদায়ের ফন্দিফিকির ছাড়া কমপিউটার সম্পর্কে কোন চিন্তাভাবনা করেননি। অযৌক্তিক বিধিকানুন ও নিষ্ক্রীয়তায় কমপিউটার কাউন্সিল এখাতে বিড়ম্বনা বাড়াচ্ছে। টিভিতে এই সরকার কমপিউটার ও বিজ্ঞানের সকল নিয়মিত অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিয়েছেন। বিরোধীদলও এব্যাপারে নীরব। তাদের প্রশ্রয়ে এক ধরনের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ নতুন শতক বরণের জন্য যখন মঙ্গলপ্রদীপ জ্বালছেন, তখন আমরা বৈশাখী মেলায় কমপিউটার নিয়ে গিয়ে সৃষ্টি করেছি নূতন ঐতিহ্য। ব্যাপক জনগণ নিদারুণ আগ্রহে ভেঙ্গে পড়েছেন নবপ্রযুক্তির সামনে।

আমরা বিশ্বাস করি, ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিসংগ্রামের মতই তথ্যপ্রযুক্তির নবশতাব্দীর সংগ্রামও জনগণ,কেবল জনগণকেই এগিয়ে নিতে হবে, এক্ষেত্রে পশ্চাদমুখী শাসন ও ক্ষমতাবানদের কোন অবদান থাকবেনা।

একারণে, উপর্যুপরি তিন বছরের অনীহা ও ব্যর্থতায় ম্লান সরকার, সংসদ ও কাউন্সিলের নিকট আমরা আর কোন নিবেদন রাখতে চাইনা। বরং সবেমাত্র গড়ে ওঠা জনপ্রতিষ্ঠান সম্মিলিত কমপিউটার সার্ভিস কোম্পানীকে সামনে রেখে বিদেশ হতে কাজ এনে শিক্ষিত তরুণদের ব্যাপক কর্মসংস্থানের দ্বারোদঘাটন এবং এ শিল্প ও বিজ্ঞানে দেশ-বিদেশের জাতীয় মেধা ও দক্ষতাকে কর্মসম্বন্ধে যুক্ত করার জন্য আরও বড় জনউদ্যম দরকার। এজন্য আমরা গার্মেন্টিস শিল্পে সকল উদ্যোক্তার চেষ্টায় গড়ে তোলা যৌথ নেতৃত্ব ও এসোসিয়েশনের মত এদেশের কমপিউটার সোসাইটি, বিক্রেতা সমিতি, পেশাজীবি সংগঠন ও কমপিউটার শিক্ষায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়ে জনগণের কমপিউটার পরিষদ গড়ে তোলার আহ্বান জানাই। এ লক্ষ্যে অবিলম্বে একটি জাতীয় সেমিনার বা সম্মেলনে মিলিত হয়ে তিন বছরের একটি কর্মপরিকল্পনার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ কর্মপ্রয়াসের সূচনা করা দরকার। এভাবে অগ্রসর না হলে ক্ষণস্থায়ী চাহিদা পূরণের জন্য গুটিকয় কমপিউটার আমদানী ও বেচাকিনিই হবে সার।

এ ধরনের যে কোন শুভ প্রচেষ্টা ও পদক্ষেপকে সর্বান্তকরণ সহায়তা আমরা দেবো। কমপিউটারকে জীবন-জীবিকার বিরাট ক্ষেত্র হিসেবে জনগণের কাছে গড়ে তোলাই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

লেখক সম্পাদক : রেজাউল করিম • আবদুল হালিম • গোলাম নবী জুয়েল